তপস্বিনী
গঙ্গাধর মেহের

নবম সর্গ
(নটবাণী)

09 August 2009
(Last updated: ৩০ মার্চ ২০১০)
http://www.iopb.res.in/~somen/GMeher

সতী গর্ভভার উত্তর উত্তর
গুরুতম হেলা লঙ্ঘি গুরুতর,
বসিথিলে হেলা উঠিবা দুষ্কর
উঠিলে দুর্বহ হেলা কলেবর।

একালে সতীঙ্কি হেব বোলি কষ্ট
বর্ষা আসি কলা নিদাঘ বিনষ্ট,
অবসন্ন-প্রাণে দেবা পাইঁ বল
চৌদিগে উঠিলে জলদপটল।

ঊর্দ্ধদিগে রোধ করি সূর্য্যাতপ
টাণিদেলে নভে শ্যাম চন্দ্রাতপ,
চন্দ্রাতপ-প্রভা বিদ্যুত-ঝলকে
চমকাইদেলা নয়ন পলকে।

দিগঙ্গনামানে সাজি নীলবেণী
মণ্ডিদেলে তহিঁ বক-মুক্তাশ্রেণী,
রত্নাকরুঁ রত্নরেণু উত্তোলন
করি দিগপাল মণ্ডিলে তোরণ।

স্বার্থপরবশে লজ্জা তেজি মনু
বাসব বোইলে তাহা মোর ধনু,
ন সহি বোইলে রত্নাকরপতি
মো রত্নে নির্মিত রহিব মো কতি।

অন্য দিগপালে সাধুধর্ম পালি
করিদেলে তাঙ্কু বেলে বেলে পালি,
সুতা-দুঃখতাপে তপ্তা অবনীর
মস্তকে বরষা ঢালিদেলা নীর।

নদী সর বন পর্বত ন বারি
সমস্তঙ্ক শিরে ঢালিগলা বারি,
তৃণ শস্যাঙ্কুর কদম্ব বিকাশ
রূপে হেলা মহী-পুলকপ্রকাশ।

বসুমতীবক্ষ হেলা জলময়
তমসা বহিলা মাড়ি কূলদ্বয়,
জানকীঙ্কু চাহিঁ আসন্নপ্রসবা
হৃদে তাঙ্ক মুদ উছুলিলা অবা।

হৃদ-বহ্নি তেজি পর্বত কানন
তনু মাজি হেলে প্রফুল্ল আনন
কেতকী-কণ্টকদুর্গ নিবাসিনী
কণ্টক-বিগ্রহে হোই সুহাসিনী।

কহিলা পরা সে, বিপদ-বনরে
বিবদ্ধা বৈদেহী ন ভাব মনরে,
কণ্টকবনে মুঁ নিজে কণ্টকিত
বাস যোগুঁ হুএ ভুবন-পূজিত।

তাপসী গহণে হোই তপস্বিনী
লোকপূজনীয়া হেবু মনস্বিনী!
কি করিব লোক-লোচন-দূষণ
নিজ গুণ যেবে স্বর্গীয় ভূষণ।

কণ্টা দেখি অলি ন কলে শরধা
মুঁ নিকি ছারিবি সৌরভ-স্পরধা?
চারু কৃষ্ণচূড়া ফুটি সুশোভন
বেশে কলা মন-নেত্র প্রলোভন।

বসন্তকালরু থাই গজদন্ত
প্রাবৃটকু দেলা কুসুম উদন্ত
কমল মল্লিকা কুটজ বিষয়
প্রীতিপ্রদ হেলা তহিঁ অতিশয়।

রত্ন মণি তাঙ্কু যত্ন কলা নিতি
কিন্তু কে লঙ্ঘিব বিধাতার নীতি?
রখি ন পারিলা বরষা নিজ বলে
তিনিহেঁ পড়িলে কালর কবলে।

এথি হেলা এহা সতীঙ্কর জ্ঞেয়
আজীবন সাধু নুহেঁ অবজ্ঞেয়,
কুসুমমণ্ডনে বার্ষিক উৎসব
অনুষ্ঠান কলে যূই লতা সর্ব।

সতে কি সতীঙ্ক চিত্তবিনোদন
নিমিত্ত নির্মিত সুরভি-সদন!
ঘন-নীলাম্বরী শ্রাবণ রজনী
করে শিরে ধরি যুথিকা রজনী।

উভা হোই সতী কুটীর-প্রাঙ্গণে
উজাগরে থাএ বেদনা হরণে,
বইদেহীঙ্কর প্রসবলক্ষণ
প্রকাশিত হেলা আসি ক্ষণ ক্ষণ।

সতী কষ্ট বহি রাবিলে অদূরে
অতি আর্ত্তস্বরে বিকলে দর্দ্দুরে,
সতী-তৃষ্ণা নেই চাতক গগনে
ঘন ঘন জল ভিক্ষা কলা ঘনে।

বৃদ্ধা তাপসীএ সতী সন্নিধানে,
লাগিথান্তি কাল-উচিত বিধানে,
নিশীথরে নিশামণি-দ্যুতিহর
জন্মিলে সতীঙ্ক যমজ কুমর।

কুমারঙ্ক তেজ বিদ্যুত সহিত
মিশি দশ দিগ কলা আলোকিত
হরষে বাসব কলে তোপধনি
ন জাণিলা লোকে বোইলে অশনি।

দিগঙ্গনাঙ্কর হুলহুলী সঙ্গে
ঘন ঘড়ঘড়ি মিশিগলা রঙ্গে,
গিরি বন হেলে কুসুম-বরষী
নাচিলে কেদার, সরিত, সরসী।

সতী-কুমারঙ্ক দর্শন-লোলুপ
জীমূতে খসিলে ধরি ধারারূপ,
দরশন-লুব্ধহৃদ-উদবেগে
কূলকু উঠিলে নদীকূল বেগে।

সাগর বরজি পৃথুরোমাগণ
নদী সঙ্গে হেলে নৃত্যপরায়ণ,
হ্রদ সরোবর ক্ষেত্র-জল পৃষ্ঠে
উঠি মীনগণ নৃত্য কলে হৃষ্টে।

সমস্তঙ্কু বলি দর্শনে আকুল
কেউঁ উঠিগলা তালতরু চূল,
বাল্মীকি মহর্ষি আসি তত্ক্ষণ
কুমারযুগঙ্কু কলে সন্দর্শন।

ভাবিলে এ গুরু-শুক্র গ্রহদ্বয়
একত্র আশ্রম-আকাশে উদয়,
মহর্ষি হৃদয় প্রভাতর পরি
আনন্দ-কুসুম-বাসে গলা ভরি।

কুশগুচ্ছ মুনিবর হস্তে ঘেনি
মন্ত্রি অগ্র অধ কলে খণ্ড বেনি,
অনুকম্পা করে করি সমর্পণ
বোইলে, "শিশুঙ্ক কর সম্মার্জন।

অগ্রজে প্রয়োগ অগ্রভাগ কর
অধোভাগে তনু মাজ অনুজর",
কলে অনুকম্পা মুনি আজ্ঞামতে
ভূত-বিনাশিনী রক্ষা সেহি মতে।

কুশ-লব যোগে সম্মার্জিত তনু
সমুজ্জ্বল হেলা, শাণিত রতনু,
তৃণ সহযোগে যথা বৃহভানু
অবা সিন্ধু-বীচি-মুক্ত নব ভানু।

জানকী অনান্তে কুমরঙ্ক মুখ
হৃদে আসিহেলে সুখ সঙ্গে দুঃখ।
সুখ বোইলা, "এ সূর্য্য চন্দ্র পরি
নন্দনজুগ যে গর্ভে থিলা ধরি।

ধন্য ধন্য সেহু শতবার ধন্য
এথুঁ বলি ভাগ্য ভবে নাহিঁ অন্য",
দুঃখ বোইলা, "এ নরেন্দ্র কুমরে
শোভিথান্তে আজি মণিময় ঘরে।

হোইথান্তে নৃপ-হৃদ-আনন্দন
দীন দুঃখীঙ্কর দারিদ্র্য-খণ্ডন,
কেতে ধন রত্ন বসন ভূষণ
পাইথান্তে আজি পুরবাসীগণ।

পুর পূরুথান্তা মঙ্গল নাদরে
নভ পুরুথান্তা মঙ্গলবাদ্যরে,
ভাগ্য-দোষে আহা তাপস তনয়-
রূপে আশ্রা-কলে তাপস-আলয়।

সতী-নেত্রুঁ বেনিধার জল নেই
চালিগলা দুঃখ সুতস্নেহ দেই,
কুমারঙ্ক রূপে সতীঙ্ক হৃদয়
হোইগলা তহুঁ শুদ্ধ সুখময়।

কুমারঙ্ক বিনা অন্যত্র নয়ন
চালিবাকু লেশে হেলা নাহিঁ মন,
জননী-নেত্রজ-স্নেহোজ্জ্বল রঙ্গ
রঞ্জি মুহুর্মুহুঃ কুমারঙ্ক অঙ্গ।

সে নেত্রে আণিলা প্রতীতি এমন্ত
সতে আবির্ভূত নব পুষ্পবন্ত,
মনরে আনন্দ স্থাপি সিংহাসন
প্রকাশিলা নিজ সার্বভৌম পণ।

কুমারঙ্ক নাভি ছেদন সত্বর
কলে অনুকম্পা হোই হর্ষভর,
তদুত্তারে মন্ত্র-পূত জলে স্নান
করাই বিহিলে সজল বিধান।

কুমারীঙ্কু চাহিঁ তাপসীমণ্ডল
আনন্দ গদ্গদে কলে কোলাহল,
দল দল মুনিকুমার নর্ত্তনে
লাগিলে শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্তনে।

দুর্দ্ধর্ষ দুর্জয় লবণ অসুর
বনাশন অর্থে শত্রুঘন শূর
যিবা পথে সেহি রাত্রে দৈবক্রমে
রহিথিলে পূত বাল্মীকি আশ্রমে।

আশ্রমর সেহি আনন্দ-নাদরে
মজ্জিগলে আপে আনন্দ-নদরে,
সতীঙ্কি প্রশংসি বোইলে উত্ফুল্লে
"অট মা, পাবনী তুম্ভে রঘুকুলে।

জননী তুম্ভর যেণু সর্বংসহা
নিজে অট মাগো, তুম্ভে সর্বংসহা,
বসুমতী-সুতে, নিজ গর্ভে বসু
থোইথিল একা আম্ভ ভাগ্যবশুঁ।

যেউঁ বসু আজি দেল রঘুকুলে
শোভিব অযোধ্যা রজলক্ষী চূলে”
মুনি-কুমারঙ্ক আনন্দ-চহলে
যোগদেলে খগ মৃগ দলে দলে।

শ্রাবণী বার্ষিকী ভীমা বিভাবরী
শেষ হোইগলা মুহূর্তক পরি,
লবণ উদ্দেশ্যে সুমিত্রা-নন্দন
বিজে কলে করি মুনিঙ্কি চন্দন।

দ্রব্যে তোষিবাকু তাপসী তাপস
স্বভাবে চলিলা সতীঙ্ক মানস,
সতীঙ্কর মন অনুরূপ ধন
কাহিঁ? সে ত আসি আশ্রিছন্তি বন।

চন্দ্রিকা বাঞ্ছই তোষিব জগত
কিন্তু গগনরে মেঘ উপগত,
যেতেবেলে সতী আসিলে ভবনু
মনেথিলা জবে বাহুড়িবে বনু।

মুনিকুমারীঙ্ক পাইঁ উপহার
আণিথিলে কিছি বাস অলঙ্কার,
তা’ করি সলজ্জে বিনয়ে বণ্টন
তোষিলে তাপস-তাপসীঙ্ক মন।

হৃদ-সিন্ধু তাঙ্ক বিধু-কর পরি
লভি তা’ মেলিলা আনন্দ-লহরী,
সঞ্চিথিলে যাহা ফল তৃণধান্য
কুরঙ্গে বিহঙ্গে কলে সম্প্রদান।

ভুঞ্জিলে সেমানে টণাটণি করি
কেতে পক্ষী উড়িগলে থণ্টে ধরি,
সার-শাবে থিলে নীড়ে মেলি পাটি
জননী আহার দেলা তাঙ্কু বাণ্টি।

ময়ুর-ময়ুরী করি হর্ষরব
পাদপ উপরে রচিলে তাণ্ডব,
দ্বীপ-দ্বিপান্তরে কোকিল প্রচার-
কলা যাই সেহি শুভ সমাচার।

কৈলাসে দেবাকু সে শুভ সম্বাদ
রাজহংস গলা করি হর্ষনাদ,
জনমাইবাকু-গউরী প্রত্যয়
পত্রধরিথাএ বিস কিশলয়।

সে সম্বাদে ভরি হৃদয়ে উল্লাস
হরঙ্কু জণাই তেজি কইলাস,
সতী-হস্ত-পূজা ঘেনিবা লালসে
ষষ্ঠিদেবী রূপে গৌরী বিহায়সে।

কাদম্বিনী সঙ্গে ইরম্মদ ছলে
বাল্মিকী আশ্রমে আসিলে চঞ্চলে,
সপত তাপস কুমারীঙ্ক কায়ে
বিরাজি সপত-মাতৃকা পরাএ।

ষষ্ঠ দিবসরে সতী-হস্তপূজা
সাগ্রহে গ্রহণ করি বরভুজা,
কুমার-যুগল-অরিষ্ট সকল
নাশি, দেইগলে মৃগরাজ বল।

ক্রমে হেলা একবিংশতি বাসর
নামকরণর শুভ অবসর,
শুণিবাকু সতী-সুতঙ্কর নাম
অমরে আসিলে তেজি স্বর্গধাম।

অমরীমণ্ডলী সেহি কুতুহলে
গোড়াইলে তাঙ্ক পছে দলে দলে,
শরতর শুভাগমন সকাশে
পথ ছাড়ুথিলা জলদ আকাশে।

রবি-রশ্মি সহ সহজে সে পথে
আসিলে সমস্তে জ্যোতির্ময় রথে,
আসি আশ্রমরে কুসুম উপরে
মনোমুগ্ধকর সৌরভ রূপরে।

বসিগলে দিব্য সুষমা প্রকাশি
বিকাশ-ব্যাজরে হোই দরহাসী,
কেতে বা তাপস-তাপসী-হৃদয়-
মধ্যে পশিগলে হোই মুদময়।

বাল্মিকী-নির্দ্দেশে তাপস তাপসী
দ্বিগুণ মুদরে উপবনে পশি,
বিবিধ কুসুম নবপত্রমান
আণি কলে মঞ্জু-মণ্ডপ নির্মাণ।

রজনী প্রথম প্রহরে আশ্রম
প্রদীপমালরে হেলা মনোরম,
প্রদীপে ঐঙ্গুদ তইল প্রচুর
তাপসঙ্ক করু করুথান্তি জুর।

চৌদিগে পুষ্পিত পাদপ-বল্লরী
হসুথান্তি পাই আলোকলহরী,
থিলা সে সময় প্রসুনঙ্ক পর্ব
বঢ়ুথিলা চক্রবর্ত্তিনীর গর্ব।

সাগরসমূহে যথা ক্ষীরার্ণব
বৃন্দারকবৃন্দে যেমন্ত বাসব,
অবা হিমাচল সমুচ্চ শিখর
মণ্ডলে যেমন্ত গউরীশঙ্কর।

মুনিবৃন্দ মধ্যে মহা তপোধন
বিশোভিলে করি মণ্ডপে আসন,
অশ্বিনীকুমারে ছায়া সংজ্ঞা পরি
কুমারযুগল করপদ্মে ধরি।

সতী অনুকম্পা আসিলে মণ্ডপে
শোভা তহিঁ উভা হোইগলা দর্পে,
কৃষ্ণ ক্রয়োদশী সুধাকর পাশে
প্রভাতী তারকা উদিত আকাশে।

প্রতিবিম্ব তাঙ্ক সরোবর গর্ভে
ঘেনি প্রাচী যেহ্নে রহিঅছি গর্বে,
সরলহৃদয়া প্রসন্নবদনা
সতী সহচরী তাপস-নন্দনা।

শরীর আবরি সতী-দত্ত বাসে
সম্মদরে বসিগলে সতী পাশে,
লভি উষাদত্ত নবীন কিরণ
উষা পাশে যথা কমলিনী-বন।

বেদমতে হেলা দেব আরাধনা
বাজিগলা শঙ্খ শিঙ্গার বাজণা,
জ্যেষ্ঠ কুমারকু দেই শুভাশিষ
প্রসন্নে বোইলে মুনিকুলাধীশ।

কুশাগ্রে মার্জিত হোইঅছি 'কুশ'
নামে হেব রিপু-কবীন্দ্র-অঙ্কুশ,
সে রূপে কনিষ্ঠ কুমারকু 'লব'
নাম দেলে মুনি মনীষি পুঙ্গব।

মুনিগণ কলে রাম-নাম ধ্বনি
বজাই মুরজ মন্দিরা খঞ্জনী,
তাপস-কুমারীমানে বাই বীণা
গাইলে মধুরগীতি সুধাজিণা।

সুরভি-স্বরূপী অমর অমরী
নৃত্য কলে তহিঁ প্রমোদে সঞ্চরি,
চউদিগে থাই মৃগ-মৃগীগণ
চাহুঁথান্তি হোই চকিতনয়ন।

আশ্রমর মহাআনন্দ চহলে
যোগদেলা বন প্রতিধ্বনি-ছলে
সঙ্গীতে রত বা তরুলতা সর্বে
হেলে বিদ্যাধর বিদ্যাধরী গর্বে।

আশ্রম উজ্জ্বল হোইগলা মুদে
তম কিন্তু সতী বদন-কুমুদে,
রহিগলা একা রামচন্দ্র বিনা
পরব তাঙ্কর অমাবাস্যা সিনা!

তম বঢ়াইলা মহিমা তাঙ্কর
তম যোগুঁ সিনা চন্দ্রিকা আদর!
দিশুথিলে সুতরতনে সুন্দর
যথা রত্নসানু গভীর কন্দর।

ঋষি দেবে মিলি সতীঙ্ক গৌরব
বৃদ্ধি কলে বিহি আনন্দউৎসব,
মহতঙ্ক এহা নৈসর্গিক রীতি
সুপাত্রে সম্মানদানে তাঙ্ক প্রীতি।

শেষে কুমারঙ্ক মঙ্গলকামনা
করি আশিষিলে মুনি মহামনা।
তাপসঙ্ক হৃদ-কমলে আসন
করি দেবে কলে তথাস্তু ভাষণ।

বন-তরু-লতা সুগম্ভীর রবে
উচ্চারিলে মুদে তথাস্তু সরবে,
দিগ বিদিগরু দিগপালগণ
তথাস্তু শবদ কলে উচ্চারণ।

— — —